০৬-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ৩০-০৭-৮৩ মধুবন

যেখানে প্রকৃত স্নেহ আছে সেখানে দুঃখের তরঙ্গ থাকে না (মনমোহিনী দিদির শরীর ত্যাগের পরে বাপদাদার দ্বারা উচ্চারিত মহাবাক্যঃ)

আজ বাবা অটল রাজ্য অধিকারী, অনড়, অচল স্থিতিতে থাকা বিজয়ী বাচ্চাদের দেখছেন । এখন থেকে অনড় হওয়ার সংস্কারের আধারে অটল রাজ্যের প্রারব্ধ প্রাপ্তির প্রথম পুরুষার্থে প্রতি কল্পে তোমরা অটল হয়েছো । ড্রামা চক্রের সঙ্গমযুগী টপ পয়েন্টে স্থিত থেকে, তোমরা যদি ড্রামার প্রতিটা দৃশ্য লক্ষ্য করো, তবে নিজে থেকেই তোমরা অচল এবং অনড় থাকবে । টপ পয়েন্ট থেকে নিচে আসলে তখনই অস্থিরতা আসে । তোমরা সব ব্রাহ্মণ, শ্রেষ্ঠ আত্মারা কোথায় থাকো ? সৃষ্টিচক্রে, সঙ্গমযুগ সবচেয়ে উঁচু যুগ । ছবির হিসেবেও সঙ্গমযুগের স্থান উঁচু এবং যুগের হিসেবে সবচেয়ে ছোট যুগকে পয়েন্টই বলা হবে । সুতরাং, এইরকম উঁচু পয়েন্টে, উঁচু স্থানে, উঁচু স্থিতিতে, উঁচু নলেজে, উঁচু থেকেও উঁচু বাবার স্মরণে, উঁচু থেকেও উঁচু সেবা করতে করতে স্মৃতিস্বরূপ স্থিতিতে থাকো তো সদা সমর্থ হবে । যেখানে সমর্থ, সেখানে ব্যর্থ সদাকালের জন্য সমাপ্ত । প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ব্যর্থকে সমাপ্ত করার পুরুষার্থই করছে । ব্যর্থের খাতা বা ব্যর্থের হিসেবনিকেশ তো সমাপ্ত হয়েছে, তাই না ! নাকি এখনও পুরানো ব্যর্থের খাতা আছে ? যখন তোমরা ব্রাহ্মণ জন্ম নিয়েছিলে, প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তন, মন, ধন সব তোমার, তাই ব্যর্থ সঙ্কল্পও সমাপ্ত হয়েছে, কারণ তোমার মন সমর্থ বাবাকে দিয়েছ ।

দু'তিন দিনেই মন তোমার থেকে আমার করে নাও নি তো ? ট্রাস্টি সকলকে ডিরেকশন দেওয়া হয়েছে, মন থেকে নিরন্তর সমর্থ ভাবনা ভাবতে হবে । ব্যর্থের মার্জিন আছে কি ? ব্যর্থ ভাবনা কি তোমাদের আছে ? তোমরা বলবে, তোমরা স্নেহ দেখিয়েছ । সবাই তোমরা পরিবারের স্নেহের সুতোয় বেঁধে আছ, এ তো খুব ভালো । যদি তোমরা স্নেহের মোতি ঝরাও তো সেইসব মোতি অমূল্য হয়ে যায় । কিন্তু যদি কেন কি'র ব্যর্থ সঙ্কল্পের অশ্রু ঝরাও তবে তা' ব্যর্থের খাতায় জমা হয়ে যায় । স্নেহের মোতি তোমাদের স্নেহী দিদির গলায় মালা হয়ে ঝিলমিল করছে । এমন প্রকৃত স্নেহের, এমন অনেক মালা দিদির গলায় আছে । কিন্তু এক পার্সেন্টও অস্থিত অবস্থায় থাকলে, অশ্রু ঝরালে, সেখানে তারা দিদির কাছে পৌঁছাতে পারবেনা, কেন ? তিনি সদা অটল, অনড় আত্মা হয়ে থেকেছেন আর এখনও আছেন । সুতরাং, যারা অস্থিত তাদের স্মরণ অনড় আত্মার কাছে পৌঁছাতে পারেনা । সেটা এখানেই থেকে যায় । মোতি হয়ে মালায় ঝলমল করেনা । যেরকম স্থিতি এবং যেরকম পজিশন আত্মার হয়, সেই একই স্থিতি এবং পজিশনে থাকা আত্মাদের স্মরণ সেই অনড় আত্মার কাছে পৌঁছায় । তোমাদের স্নেহ আছে, এটা খুব ভালো লক্ষণ । তাঁর প্রতি যখন তোমাদের স্নেহ আছে তো স্নেহই অর্পণ করো । যেখানে প্রকৃত শ্রেষ্ঠ স্নেহ আছে, সেখানে দুঃখের লহর থাকতে পারেনা । কারণ তোমরা দুঃখধামের ঊর্ধ্বে চলে গেছ, তাই না !

মিষ্টি মিষ্টি অনুযোগও এখানে পৌঁছেছে । সবার এই অভিযোগই ছিল, কেন আমাদের মিষ্টি দিদিকে ডেকে নিয়েছেন ? বাপদাদা বলেছেন, যা সবার মিষ্টি লাগে তা'তো বাবারও মিষ্টি লাগবে, তাই না ! যদি মিষ্টত্বের আবশ্যকতা থাকে তো কাকে ডাকা হবে ? সবচেয়ে মিষ্টিকেই তো ডাকবেন, তাই না !

তোমরাই ভাবো আর জিজ্ঞাসা করো যে অ্যাডভান্স পার্টি এখনো গুপ্ত কেন ? তাহলে তোমরা প্রত্যক্ষ করতে চাও, তাই তো ? সময়ানুসারে অ্যাডভান্স পার্টির কিছু আত্মা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের আহ্বান করছে ।

আদি পরিবর্তনের বিশেষ কার্য হেতু আদিকালের এমন আদি রত্ন আত্মাদের প্রয়োজন । বিশেষ যোগী আত্মাদের প্রয়োজন, যারা নিজের যোগবলের প্রয়োগ করতে পারে । ভাগ্যবিধাতা বাবার ভাগীদার হওয়া আত্মাদের প্রয়োজন । ভাগ্যবিধাতা ব্রহ্মাকেও বলা হয়ে থাকে । বুঝেছ তোমরা, কেন তাঁকে ডেকে নিতে হয়েছে ? তোমরা কি ভাবো এখানে কি হতে যাচ্ছে ? কিভাবে হবে ? যখন ব্রহ্মাবাবা অব্যক্ত হয়েছিলেন, তখন তোমরা দেখেছিলে কি হয়েছিল আর কিভাবে হয়েছিল ? দেখেছিলে তো, তাই না ! তোমরা কি ভাবছো দাদী এখন একলা ? তিনি তা' মনে করেন না, সেটা তোমরা ভাবছো । এইরকমই তো, তাই না? (দাদীজির দিকে ইশারা) তোমাদের ডিভাইন ইউনিটি তো আছে, তাই না ! তো ডিভাইন ইউনিটির ভুজসকল নেই নাকি ? ডিভাইন ইউনিটি আছে না ? এই গ্রুপ কেন বানিয়েছিলে ? সদা একে অন্যের সহযোগী হওয়ার জন্য । যখনই চাও, যাকেই ডাকো সবাই সেবার জন্য 'জী হাজির' আছে । দাদীদের নিজেদের, একজনের আরেকজনের প্রতি অগাধ ভালোবাসা আছে, তোমাদের জানা নেই, এইজন্য তোমরা জিজ্ঞাসা করো, এখন কি হবে ? দিদি একা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন তোমরা সব আদি রত্ন এক । এইরকম তো দেখিয়েছেন, তাই না ? ব্রহ্মাবাবার পরে সাকার রূপে ৯ পূজ্য রত্ন আত্মারা সেবার স্টেজে নিজেদের আটের মালায় প্রত্যক্ষ করেছ, সুতরাং, ৯ রত্ন বা আটের মালা সদাসর্বদা পরস্পর পরস্পরের সহযোগী । আটের মালায় করা আছে ? সার্ভিসে যারা দায়িত্বশীল তারা অর্জুন অর্থাৎ আটের মালার অংশ । সুতরাং, সেবার স্টেজে বিশেষ অষ্ট রত্ন বা ৯ রত্ন নিজের পার্ট প্লে করছে এবং তোমাদের পার্টই তোমাদের পার্ট বা নম্বর প্রত্যক্ষ করায় । বাপদাদা এইরকম নাম্বার দেবেন না, কিন্তু তোমাদের পার্টই তোমাদের নাম্বার প্রত্যক্ষ করাবে । সুতরাং বিশেষ অষ্ট রত্ন নিজেদের মধ্যে সদাসর্বদা পরস্পরের প্রতি স্নেহী আর সহযোগী । এই কারণে আদি থেকে সদা সেবার সহযোগী আত্মারা সদাই তাদের সহযোগের পার্ট প্লে করবে । বুঝেছ তোমরা ? আর কি প্রশ্ন থাকে ?বাবা আপনি বলেননি কেন? এই প্রশ্ন রয়েছে ? বাবা যদি এটা বলে দিতেন, তবে তোমরা দিদির যোগী হয়ে যেতে । ড্রামার পার্ট বিচিত্র এবং বিচিত্রের চিত্র আগে তোলা হয়না । অস্থিরতার পেপার হঠাৎ করেই আসে এবং এমনকি এখনও এই বিশেষ আত্মার পার্ট, এখনো পর্যন্ত যে আত্মারা চলে গেছে তাদের থেকে পৃথক এবং প্রিয় । প্রতিটা ক্ষেত্রে তোমরা এই শ্রেষ্ঠ আত্মার সাথ এবং সহযোগ-সেবার নিমিত্ত পার্ট অনুভূতি করবে । ব্রহ্মাবাবার নিজের পার্ট আছে, এঁনার মতো তাঁর (মনমোহিনী দিদি) পার্ট হতে পারেনা । কিন্তু এই আত্মার বিশেষত্ব সদা সেবার প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগানোয়, অন্যকে যোগী, সহযোগী এবং প্রয়োগী বানানোয় । এইজন্য এই আত্মার এই বিশেষ সংস্কার সময়ে সময়ে তোমাদের সবারও সহযোগী থাকার অনুভব করাতে থাকবে । এটাও প্রত্যেক আত্মার নিজের নিজের বিচিত্র পার্ট । আচ্ছা ।

মধুবনে এসে তোমাদের স্নেহের স্বরূপ দেখিয়েছিলে এবং সারা বিশ্বে সেবার নিমিত্ত পার্ট তোমরা প্লে করেছ । তোমাদের সকলের এখানে আসা - স্নেহের তরঙ্গ, স্নেহের সুবাস, স্নেহের কিরণ ছড়িয়ে দিতে, অতএব, সুস্বাগতম ! দিদিজীর তরফে বাপদাদা সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, তাদের সকলের স্নেহের এবং সেবার স্বরূপের জন্য । দিদিও দেখছেন, তিনি টিভির সামনে বসে আছেন । তোমরাও সূক্ষ্ম বতনে গিয়ে তা' দেখতে পারো, তাই না ! এও সার্ভিসের এক ছাপ ।

আজকের এই সংগঠনে বাবাও কমল বচ্চি (দিদিজীর লৌকিক ভ্রাতৃবধূ) কে স্মরণ করছিলেন । তিনিও তোমাদের স্মরণ করছেন এবং তাদেরও, যারা স্নেহী এবং শ্রেষ্ঠ আত্মাদের প্রতি তাদের সহযোগ দিয়েছে, সেই অক্লান্ত বাচ্চারা, তারা এখানেই বসে থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু তোমরা সব

বাচ্চারা তোমাদের শুভ ভাবনা, শুভ কামনা সমান ভালোবাসার সাথে দেখিয়েছ । একভাবে নিষ্ঠার সাথে নিজেদের যে স্নেহ দেখিয়েছ তা' খুবই শ্রেষ্ঠ ছিল । সেইজন্য দিদি বিশেষভাবে বাবাকে বলেছিলেন, আমার তরফ থেকে এইরকম স্নেহী সেবাধারী পরিবারকে স্মরণ আর থ্যাংকস জানাবেন ! সুতরাং, আজ বাবা দিদির কাজ করছেন । আজ বাপদাদা বার্তাবাহক হয়ে বার্তা প্রেরণ করেছেন । ড্রামাতে যা হয়েছে তা' অনেক তাৎপর্যপূর্ণ! দিদি তোমাদের সকলের প্রিয় আর দিদির প্রিয় সেবা, এইজন্য সেবা তাঁকে নিজের দিকে টেনে নিয়েছে । যা হয়েছে, তা' পরিবর্তনের অনেক পর্দা খোলার জন্য সবচেয়ে ভালো ছিলো । না এটা ভগবতীর (ডক্টর) দোষ আছে, না ভগবানের দোষ । এটা ড্রামার রহস্য । এতে না ভগবতী কিছু করতে পারে না ভগবান ! কখনও ডাক্তারের সম্পর্কে এটা ভাববেনা যে তারা এইরকম করেছে বা এই অপারেশন করেছে, না, সেটা কখনো ভেবোনা । তিনি শেষ পর্যন্ত যে স্নেহ দিয়েছিলেন তা'এক মায়েরই স্নেহ ছিল । এই কারণে তিনি তাঁর নিজের দিক থেকে কোনো কম করেননি । এটা ড্রামার খেলা । বুঝেছ তোমরা ? এইজন্য কোনো সঙ্কল্প কোরোনা ।

আজ শুধু আজ্ঞাকারী হয়ে দিদির তরফে বার্তাবাহক হিসেবে আমি বার্তা দিতে এসেছি । যারা অটল স্থিতিতে স্থিত থাকে, অটল রাজ্যের অধিকারী, নিশ্চয় বুদ্ধি এবং নিশ্চিন্ত বিজয়ী বাচ্চাদের আজ ত্রিমূর্তি স্মরণ - স্নেহ দিচ্ছেন এবং নমস্কার জানাচ্ছেন । আচ্ছা ।

ডিভাইন ইউনিটি এখানে চলে আসুন - (সব দাদীদের বাপদাদা স্টেজে ডেকেছেন এবং তাঁদের মালারূপে বসিয়েছেন) মালা তো হয়ে গেছে, তাই না ! (দাদীজিকে বলছেন) এখন এই বচ্চি (জানকী দাদী) আর এই বচ্চি (চন্দ্রমণি দাদী) তোমার বিশেষ সহযোগী আত্মা । এই রথের (গুলজার দাদী) ডবল পার্ট - বাপদাদার পার্ট, আর এই পার্টই ডবল পার্ট । সবাই তোমার সহযোগী । এনাকে (নির্মলশান্তা দাদী, ব্রহ্মাবাবার লৌকিক কন্যা) যখন আবহাওয়া একটু ভালো থাকবে তখন ডেকো । সবাই তোমরা উড়ন্ত বিহঙ্গ তো, তাই না ? সেবার কোনো বন্ধন নেই । স্বতন্ত্র বিহঙ্গ তো তালি বাজানোর সাথে সাথেই উড়ে যায় এইরকম হয়, তাই না ! তোমরা মুক্ত বিহঙ্গ, কোনও বিশেষ স্থান বা বিশেষ সেবার বন্ধন নেই । বিশ্ব-সেবার বন্ধন, বেহদ সেবার বন্ধন আছে, এই কারণে তোমরা মুক্ত । যেখানে যখন আবশ্যকতা আছে, সেখানে প্রথমে আমি । প্রত্যেক আত্মার নিজ নিজ পার্ট আছে । ডিভাইন ইউনিটি গ্রুপ পালনা দেয় আর মনোহর পার্টি সেবার ক্ষেত্রে এগিয়ে যায় । এখন, সেবার সাথে পালনার বিশেষ আবশ্যকতা আছে । যেমন, দিদির পালনা অনুযায়ী অনেক আত্মা দিদিকে মাতৃস্বরূপে দেখছে । আসলে তো মাতাপিতা এক । কিন্তু সাকারে নিমিত্ত হয়ে পার্ট প্লে করার কারণে পালনা দেওয়ার বিশেষ পার্ট প্লে করেছেন । একইভাবে, আদি রত্নদের পালনা দেওয়ার, বাবার পালনা নেওয়ার অধিকারী বানানোর পালনা দিতে হবে আত্মাদের । পালনা তো বাবার থেকেই নিতে হবে, কিন্তু নেওয়ার পাত্রও তো উপযুক্ত বানাতে হবে, তাই না ! সুতরাং এই আত্মা (দিদি জী) খুব ভালো, সেই পাত্রকে উপযুক্ত বানানোর নাম্বার ওয়ান সেবা করেছিল । সুতরাং, তোমরাও সবাই নাম্বার ওয়ান । তাই না? তোমরা সেকেন্ড মালাতে তো নেই, তাই তো ! সুতরাং প্রথম মালার তো সবই নাম্বার ওয়ান । আচ্ছা - পাণ্ডবদেরও ডাকো ।

বাপদাদার সামনে প্রধান সব ভাইরা স্টেজে উপস্থিত হয়েছেনঃ - তোমরা পান্ডবরাও তো আদি রত্ন, তাই না ! মালাতে পান্ডবরাও আছে, এমন নয় যে শুধু শক্তিরা আছে, পাণ্ডবও আছে । কোন্ মালায় নিজেদের দেখ ? সেতো প্রত্যেকেই তোমরা জানো, এবং বাবাও জানেন, কিন্তু বিশেষ স্মরণ-মালাতে

তোমরা পাণ্ডবরাও আছো । কে তুমি ? নিজেকে কে বুঝতে পারে ? পাণ্ডব ব্যতীত কোনো কার্য সম্পন্ন হতে পারেনা । শক্তিদের যতখানি শক্তি আছে, পাণ্ডবদেরও বিশাল শক্তি আছে, এইজন্য চতুর্ভূজ রূপ দেখানো হয়েছে । কম্বাইন্ড রূপ । উভয়েই কম্বাইন্ড রূপ দ্বারা সেবাকার্যে সফলতা লাভ করে । এমন ভেবোনা, শুধু এই দাদীরাই বিশেষ আট রত্ন, অথবা ৯ রত্ন, পাণ্ডবরাও বিশেষ রত্নদের মধ্যে আছে । বুঝেছ তোমরা ? সদা এত দায়িত্বের মুকুট পরে থাকতে হবে । মুকুট সদাই পরে আছ তোমরা, তাই না ? সবাই তোমরা পরস্পরের সহযোগী হয়েছ । তোমরা বাবার ভুজসকল অথবা সাকারে দাদীর সহযোগী নিমিত্ত আত্মা । "আমরা সবাই এক" - এই স্লোগান সদা সফলতার সাধন । সংস্কার মিলনের রাস করে তোমরা সদা সব জন্মের শ্রেষ্ঠ আত্মাদের সংগঠনে রাস করতে থাকো । যখন তোমরা এখানে রাস করো, কোন পার্ট করো অর্থাৎ তোমরা কোন্ পার্ট সদা প্লে করবে ? সদা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের ফ্রেন্ডস হবে এবং তাদের সম্বন্ধযুক্ত কেউ হবে । তোমরা খুব কাছের সম্বন্ধের হবে, আত্মীয় বন্ধুর স্বরূপের সাথী । মিত্রের মিত্র এবং আত্মীয়-পরিজনেরও পরিজন। সুতরাং তোমরা নিমিত্ত । এটা ছিল দিদির সাথে রুহ্ -রিহান । অতএব, শক্তিদের সকলে এবং পাণ্ডবরা এক বাবার শ্রীমতের পুষ্পস্তবকের পুষ্প হয়েছে । তোমাদের সকলের দিদির প্রতি বিশেষ স্নেহ আছে, তাই না ! আচ্ছা !

আজ, শুধুই মিলনের জন্য এসেছি, এইজন্য এখন ছুটি নিচ্ছি । (দাদীজী বাপদাদার সামনে ভোগ রাখলে, বাবা বললেন) আজ তোমাদের সাথে অফিসিয়ালি আমি মিলিত হতে এসেছি, এইজন্য বাবা ভোগ স্বীকার করবেন না । প্রথমে বাচ্চারা ভোগ স্বীকার করবে, তারপরে বাবা । আমরা সদা মিলিত হতে থাকব, খেতে থাকব এবং পরস্পরকে খাওয়াতে থাকব কিন্তু আজ দিদির বার্তাবাহক হয়ে এসেছি । বার্তাবাহক বার্তা পৌঁছে চলে যায় । দিদি বলেছেন, দাদীর সাথে আমাকে হাত মিলিয়ে যেতে ।
(বাপদাদা দাদীজীর হাতে হাত রাখেন আর তারপরেই বতনে উড়ে যান ।)

বরদানঃ - স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে কর্মেন্দ্রিয়কে অর্ডার অনুযায়ী চালনা করে অকালতখত তথা হৃদয় সিংহাসনাসীন ভব

আমি অকাল তখতাসীন আত্মা অর্থাৎ আমি স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা । রাজা যেমন তখতে বসেন, তখন সব কর্মচারী রাজার অর্ডার অনুসারে চলে । এইরকম তখতাসীন হওয়ায় এই কর্মেন্দ্রিয়সকল নিজে থেকেই অর্ডার অনুসারে চলে । যারা অকাল তখতাসীন থাকে, তাদের জন্য বাবার হৃদয় সিংহাসন থাকেই কারণ নিজেকে আত্মা জ্ঞান করলে, বাবাই স্মরণে আসেন, সুতরাং তখন না থাকে দেহ, না দেহের সম্বন্ধ, না পদার্থ, একাধিপতি বাবাই সংসার, এইজন্য অকাল তখতাসীন বাবার হৃদয় তখতাসীন স্বতঃই হয়ে যায় ।

স্লোগানঃ - নির্ণয় করার, পরখ করার এবং গ্রহণ করার শক্তিকে ধারণ করাই হোলিহংস হওয়া ।